আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১৫ দিনের জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী এই আদেশ দেন।

মাদক ব্যবসায়ী হলেন, উপজেলার কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ। দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের আসাননগর কপাটের কাছে থানার এসআই সুফল ও এএসআই কামরুল ইসলাম ওঁৎ পেতে থাকেন। মাদক ব্যবসায়ী কৌশল অবলম্বন করে নেশা জাতীয় ইনজেকশন বিক্রির সময় পুলিশ তাকে আটক করে।

নেশা জাতীয় ইনজেকশন ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১৫ দিনের করে জেল দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আলমডাঙ্গায় জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠাণ্ডুর করোনায় মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠান্ডু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি—- রাজেউন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালের করোনা ইউনিটে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

আশাবুল হক ঠান্ডু ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড়বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত হাজি সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। তিনি স্ত্রী-দুই ছেলেসহ দলীয় নেতাকর্মী ও অসংখ্য শুভাকাংখি রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহখানেক আগে বড়বোয়ালিয়ার তাঁর নিজ বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন জনপ্রিয় এই নেতা। জ্বর-ঠান্ডা ও শ্বাস কষ্ট অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাকে ঢাকার পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভেন্টিলেটর দিয়ে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি মরনঘাতি করোনার কাছে হার মেনে নেন। সর্বমহলে জনপ্রিয় এই নেতার জীবন অকালে করোনা কেড়ে নেয়।

জনপ্রিয় এই নেতার মৃত্যু খবর বিকেলে আলমডাঙ্গাসহ তাঁর নিজ ইউনিয়ন ভাংবাড়িয়ার হাটবোয়ালিয়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। হতবিহ্বল হয়ে পড়েন তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা।

জানা গেছে, নিহত আশাবুল হক ঠান্ডুর সোহাগ ও সোহান নামের দুইটি ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে সোহাগ এমবিএ শেষ করে ঢাকার একটি কোম্পানীতে কর্মরত রয়েছে। ছোট ছেলে সোহান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছে। তারা তাদের স্বনামধন্য পিতাকে অকালে হাঁরিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

নিহত ঠান্ডুর চাচাত ভাই আওয়ামীলীগ নেতা জিনারুল ইসলাম জানান, লাশ বাড়িতে এসে পৌছতে গভীর রাত হয়ে যাবে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতায় শুক্রবার সকাল ১০ টায় লাশ জানাজা শেষে দাফন করা হবে।

এদিকে, আশাবুল হক ঠান্ডুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সেখ শামসুল আবেদীন খোকন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, হারদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নুরুল ইসলাম ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাওছার আহমেদ বাবলু।

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারির ১ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারিকে ১ বছর করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী ওই আদেশ দেন।

মাদক কারবারিরা হলেন, উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানাপাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম। মাদক ব্যবসার অপরাধে তাদের ১ বছর করে জেল দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানা পাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কামালপুুর চরপাড়ায় মাদক হাত পাল্ট নোর সময় থানা এসআই সিন্ধার্থ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

এ সময় ওই দুই জনের কাছ থেকে ১০ পিচ প্যাথেডিন ও ৯০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মাদক ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১ বছর করে জেল দেওয়া হয়।

দামুড়হুদায় পাটকাঠি এখন পান বরজের শলি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পাটের চেয়ে পাঠকাঠির কদর বরাবরই বেশি। এবারো তার ব্যতিক্রম নেই। এ জনপদে পাট কাটার ভরা মৌসুম

থেকে শুরু করে সারা বছরই পাটকাঠি চড়ামূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। তাই পাটকাঠি এখন আর জ্বালানি নয় পান বরজের শলি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে পান চাষে লাভবান হওয়ার কারণে এ জনপদে চাষীরা প্রতিবছর নুতন নতুন পান বরজ তৈরি করে পান চাষে ঝুঁকে পড়ছেন। পানচাষীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাঠে নতুন পান বরজ তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। অনেক চাষী নিজের জমি না থাকলেও অন্যের জমি লিজ নিয়ে পান বরজ তৈরি করছেন।

প্রতিবছর নানা প্রতিকূলতার ফাঁদে পড়ে পান বরজে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয়। পান চাষ করে এ জনপদের অনেক চাষী আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। অনান্য ফসলের লাভ কম হওয়ায় এলাকায় প্রতিবছর ব্যাপকহারে নুতন নতুন পান বরজ তৈরি হচ্ছে। পানচাষে যেমন নিজে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় তেমনই অনেক লোকের কর্ম সংস্থানের সৃষ্টিও করা যায়

অনেকে পান বরজকে আঁকড়ে ধরে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করছেন। শীত মৌসুম শুরু হলে পান বরজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পান চাষীরা নতুন বরজ তৈরি ও মেরামত করতে শুরু করে। চাষীরা আগে পান বরজে পানের লতা খাড়া করে রাখার জন্যে বাঁশের শলি ব্যবহার করতেন। সম্প্রতি সময়ে বরজের প্রধান উপকরণ বাঁশের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে পাটকাঠির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এ অঞ্চলের চাষী গৃহস্থ পরিবারগুলো পাট চাষ করে সারা বছর রান্নার কাজে পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাই পাটকাঠি এখন আর জ্বালানি নয় পান বরজের শলি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। জয়রামপুর গ্রামের পাটচাষী ছাত্তার বলেন, গ্রামের লোকজন পাট কাটা শুরু করেছেন। অনেকে পাট শুকানোর কাজ করছেন।

ইতোমধ্যে পাটকাঠি ক্রয়ের জন্যে পাটকাঠি ব্যবসায়ীরা তাগাদা দিতে শুরু করেছেন। অনেকে তাদের নিকট থেকে আগাম টাকা নিয়ে পাটকাঠি বিক্রি করে দিয়েছেন।

পান চাষী শাহজাহান বলেন, এক সময় পান বরজে পানের লতা খাড়া করে রাখার জন্যে বাঁশের শলি ব্যবহার করা হতো। সম্প্রতি সময়ে বরজের প্রধান উপকরণ বাঁশের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে পাটকাঠির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

পাটকাঠি ব্যবসায়ী আলমডাঙ্গার মজিদ বলেন, সারা বছর পাট চাষীদের

বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাটকাঠি কিনে এলাকার বিভিন্ন হাটবাজারে এবং নতুন নতুন বরজ মালিকদের কাছে বিক্রি করি। বর্তমানে এলাকার পান বরজে বাঁশের শলির পরিবর্তে পাটকাঠির শলি ব্যবহার হওয়ার কারণে পাটকাঠির কদর বেড়ে গেছে।

‘আলমডাঙ্গায় চেয়ার আছে, পদ আছে রাজনীতি নাই’

‘আলমডাঙ্গাতে কোন রাজনীতি নাই’ দীর্ঘদিন ধরে সচেতন মহলের মাথায় এই দূর্বোধ্য ভাবনাটি ঘুরছে। চেয়ার আছে, পদ আছে অথচ রাজনীতি নাই। কিন্ত যেখানে মানুষ আছে সেখানে রাজনীতি কেন থাকবে না? রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য।

রাজনীতি না থাকলে মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে? এরকম বড় বড় প্রশ্নও মানুষের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে অনেকদিন। কিন্ত কোন উত্তর নাই। রাজনীতির মানব কল্যাণের এসব প্রশ্ন নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি ও হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মাথা ঘামিয়ে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা মনে করেন, ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব আসছে না। যারা নেতৃত্বে থাকছেন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন। মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন না। ঠিক নেতৃত্বের অভাবেই মানুষের জন্য যে রাজনীতি তা কোথাও যেন আজ হাওয়ায় মিশে গেছে। মানুষের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতিটা তাই এখন আর সাধারণ মানুষের নজরে আসছে না।

তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আমাদের এমপি মহোদয় জীবনভর জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কেন তাঁর ঠিক অনুসারি হতে পারছেন না?

নুরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অপূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থার

তীব্র সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অনেক টাকা নেতাদের পকেটে উঠেছে কিন্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এটাকে রাজনীতি বলে না। বলে শোষণনীতি।

তিনি আলমডাঙ্গার শহীদ মিনার নিয়েও কথা বলেন, তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী সব দলের সব নেতা রাতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যান।

কিন্ত শহীদ মিনারের মাঠ থাকে কর্দমাক্ত। বড় বড় চেয়ারের মালিকরা মাঠটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে পারেন না। এটা দায়িত্বহীনতা।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের প্রস্তুত্তি সভা

আগামী ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেত্রীবৃন্দদের চুয়াডাঙ্গা সফর উপলক্ষে প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভা করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগ। সফরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কর্মসূচি রেখেছে কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা। কর্মসূচির মধ্যে এতিমদের মাঝে

মৌসুমী ফল বিতরণ, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা সভা।

কর্মসূচিকে সুন্দর করার লক্ষে উপজেলা কৃষকলীগ একটি প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় জেলা কৃষকলীগে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের মহিলা সম্পাদিকা কাউন্সিলর সামসাদ রান (রাঙ্গাভাবী)।

উপজেলা কৃষকলীগের দপÍর সম্পাদক সাহাবুল হকের পরিচালনায় আরো বক্তব্য দেন, উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা সৌমিন্দ্রনাথ সাহা, ফজলুর রহমান, মঞ্জিল হোসেন, রানা মাস্টার, বদর উদ্দিন, ছারোয়ার হোসেন, শাকের আলী, আমিরুল ইসলাম, অভিমান্য কুন্ডু,আব্দুল সালাম, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুরের পুকুরকে কেন্দ্র করে গণস্বাক্ষরকৃত পত্র থানায় জমা দিয়েছেন এলাকাবাসী

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে ওই পুকুরের আসেপাশের বসবাসরত লোকজন থানা লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

সর্বস্বাক্ষরিত একটি অভিযোগে উল্লেখ্য করেছে যে, ওসমানপুর হঠাৎপাড়ায় পূজার নামে একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে মাছচাষ করে আসছে।

সেই পুকুরের উপর দৃষ্টি পড়ে ওসমানপুর গ্রামের রস্তুম পাকার ছেলে কুদ্দুস, লালু ফকিরের ছেলে লাবলু, মৃত মপে ফারাজীর ছেলে জাকারিয়া ও মৃত হাশেম মোওলার ছেলে ফরিদের। তারা জর করে পুকুরটি দখল করে

মাছ ধরে নেয়।

বাধা দিতে গেলে মারধরসহ পুকুর পাড়ে গেলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেয়। এমন ঘটনায় ওসমানপুর হঠাৎ পাড়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ওই বিষয়ে মহল্লাবাসী আতংকে দিন কাটাচ্ছে উল্লেখ্য করে এলাকাবাসীর স্বাক্ষরিত একটি পত্র থানায় জমা দিয়ে এর একটি সুরাহা কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল আব্দুল হান্নান(৪৫)।

তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর, সর্দিকাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে গতকাল রবিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সে সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত কনস্টেবল আব্দুল হান্নান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ইউসুফপুর গ্রামের রিকাত আলীর ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সিভিল সার্জন এএসএম মারুফ হাসান জানান, যেহেতু তিনি করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন, সে কারণে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে লাশ দাফনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা পেতে চায়-সোনাহার

রাজনীতিতে অনেক মতভেদ থাকে, অনেক গ্রুপ থাকে, অনেক সন্ত্রাস থাকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে অনেক হানহানিও থাকে, আবার স্বার্থের জালে পড়ে অনেক খুনোখুনিও থাকে। কিন্ত এসব কোন কিছুই জনগণের কল্যাণের জন্য না। রাজনৈতিক চরম নেতিবাচক এসব দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করতে চায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ।

জেলা যুবলীগ থেকে সদ্য অনুমোদন পাওয়া সংগঠনটি এরই মধ্যে আলমডাঙ্গার রাজনৈতিক সচেতন মানুষের মাঝে সেই পরিচ্ছন্ন ছাপ ফেলতে সক্ষমও হয়েছে। উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক হয়ে এই সংগঠনের পিঠে সওয়ার হয়েছেন আলমডাঙ্গার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার। যুগ্ম-আহবায়ক হয়েছেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ লাল ও একে এম পারভেজ রাজু।

এছাড়া ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলার আহবায়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে পোড় খাওয়া সব আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে উঠে আসা একেকটি উদীয়মান যুবককে। এরা সবাই জোটবদ্ধ সন্ত্রাসকে ‘না’ বলে- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছেন।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটি গঠনের পর থেকেই অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের সোনাহার মন্ডল তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে জাতীয় সব দিবসসহ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও অনেক মানব কল্যাণমুখী কর্মসূচি পালন করছেন।

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রারম্ভ থেকে তাদের কর্মকাণ্ড। করোনার প্রথম দিকে চাষীরা যখন কামলার অভাবে মাঠের ধান কাটতে পারছিলেন না ঠিক তখনই আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের কর্মীরা কৃষকের মাঠের ধান কেটে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেন। লকডাউনে সবচেয়ে মানবতার পরিচয় দেয় এই সংগঠনটি।

আলমডাঙ্গা পৌরসভাসহ উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের কর্মহীন হয়ে পড়া অন্তত ১০ হাজার পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। একইভাবে করোনাভাইরাস থেকে বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষের মাঝে বিতরণ করেন মাস্ক। এই কার্যক্রম চলছে এখনও।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, সোনাহারকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিকে কেন্দ্রেও পাঠানো হয়েছে। করোনার কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত থাকায় উপজেলা যুবলীগের সম্মেলন করা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, জেলা যে যুবলীগের কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছে সেটাই যুবলীগের আহবায়ক কমিটি। এখন কেউ যদি যুবলীগের নাম ভাঙিয়ে ফায়দা নিতে চাই তা অবৈধ। তিনি এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার বলেন, আমরা রাজনীতিতে সন্ত্রাস চাই না। সন্ত্রাসের বদনাম ঘোচাতে চাই। মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই। উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিতে চায়।

আলমডাঙ্গায় গাছের সাথে বেঁধে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিকে পৈশাচিক নির্যাতন, দুই আটক

পৌনে চার বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে অভিযোগ তুলে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিকে দিনের বেলায় গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ১২ আগস্ট বাড়ি ভর্তি প্রতিবেশীদের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে বেধড়ক পেটানো হয়। এরপর প্রতিবন্ধীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনেই গাছের সাথে বেঁধে তাকে আবারও পেটানো হয়। সবশেষে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয় আব্বাস উদ্দিনকে। ঘটনাটি ঘটে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া গ্রামে।

হঠাৎ করেই সপ্তাহবাদে গতকাল প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে পৈশাচিক সেই নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায়। নজরে আসে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনেরও। তড়িঘড়ি করে মারপিঠ করা দুইজনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বৃহস্পতিবারে তাদের বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল উদ্দিনের পৌনে চার বছরের মেয়ের পরনের প্যান্টে রক্তের দাঁগ দেখা যায় গত ১২ আগস্ট বিকেলের দিকে। মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা সন্দেহ করতে থাকে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা সন্দেহ করে প্রতিবেশী বুদ্ধি প্রতিবন্ধি আব্বাস আলীকে।

এরপরই আব্বাস আলীকে বাড়ি থেকে টেনেহিচড়ে বের করে আনা হয়। মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটানো হয়। পিটানোতে অংশ নেয় হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল, মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে নাসির উদ্দিন ও মৃত মস্তক আলীর ছেলে মোমিন।

বেদম মারপিঠ ও আব্বাস আলীর মাগো মাগো চিৎকারে পাড়ার নারী-পুরুষ ও শিশুরা ঘটনাস্থলে এসে ভীড় করতে থাকে। সাপ খেলা দেখার মত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীকে মারপিঠ দেখতে থাকে। এই পৈশাচিক দৃশ্যপটে প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও ছিল। কিন্ত তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। ক্ষমতার কাছে তারা ছিল পুরো অসহায়। প্রিয়জনের অমানুষিক নির্যতনের দৃশ্য দেখে ডুকরে কাঁদা ছাড়া তাদের কিছু করার ছিল না।

ভিডিওতে দেখা যায়, উঠোনের মত দেখতে একটি জায়গার চারদিকে নারী- পুরুষ ও শিশুরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের জায়গাটিতে জামাল, নাসির ও মোমিন বেধড়ক পেটাচ্ছে আব্বাস আলীকে। কখনও লাঠি দিয়ে আবার কখনও লাথি মেরে মারা হচ্ছে আব্বাস আলীকে। আব্বাস আলী অসহায়ের মত মাগো মাগো বলে চিৎকার করছে। কেউ এই মার থেকে আব্বাস আলীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মারপিঠ করার পর আব্বাস আলীর দুটো হাত পেছনের দিকে নিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। এরপর একটি গাছের সাথে বাঁধা হচ্ছে। গাছের সাথে বেঁধেও কিল-ঘুষি মারা হচ্ছে।

এ সময় নাসির ও মোমিন আব্বাস আলীকে মারতে থাকে। পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জামাল মোবাইলে কারো সাথে কথা বলতে থাকে। এরপরই পুলিশ গিয়ে আব্বাস আলীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। তার নামে মামলাও হয়। সেই

মামলায় প্রতিবন্ধী আব্বাস আলী এখনও জেলে রয়েছে।

তবে কয়েকজন প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধর্ষণের ঘটনাটা ঠিক নয়। মিথ্যাভাবে এটা সাজানো হয়েছে। কেন সাজানো হয়েছে জানতে চাইলে তারা বলেন, আব্বাস বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তবে তার স্ত্রীর বুদ্ধি অনেক ভাল। আব্বাস বেশীরভাগ সময় স্ত্রীর সাথে সাথেই লেগে থাকে। প্রতিবেশী অনেকের কুমতলব থাকতে পারে। সেটা হাসিল করতে না পেরে আব্বাস আলীকে হয়ত মারপিঠের অজুহাত খোঁজা হচ্ছিল।

এদিকে, নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় অভিযুক্ত জামাল ও নাসিরকে আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা থানার এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ধর্ষণের অভিযোগে আব্বাস আলী জেলে রয়েছেন। আবার গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় আরও আলাদা একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় জামাল ও নাসিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন দুটি মামলাই চলবে।